দৈনিক বাংলা

দৈনিক বাংলা

105

তারিখ 28 SEP 1991 পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৪

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অর্থ সাহায্য ও ৭৩৫ জন শিক্ষক-কর্মচারী

বে-সরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নিয়মিত সরকারী অনুদান কেন। সর্বকালেই বে-সরকারী উদ্যোগে স্কুল-কলেজ স্থাপিত হয়েছে। জনসাধারণের সাহায্যে এবং ছাত্রছাত্রীদের বেতনে স্কুল কলেজ চলেছে। এমনটিই ছিল বৃটিশ এবং পাকিস্তান আমলে। এ পরিস্থিতির পরিবর্তন হল কেন। কেন বে-সরকারী স্কুল-কলেজের শিক্ষকদের বেতনের শতকরা ৭৫ ভাগ এখন দিতে হচ্ছে সরকারী কোষাগার থেকে।

এ প্রশ্ন করা হচ্ছে দেশী-বিদেশী মহল থেকে। দেশের ১৮ হাজার স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসা বছরে ২৫১ কোটি টাকা সরকারী সাহায্য পায় বেতন ভাতা হিসেবে। এর বাইরে আছে ৩৬ হাজার সরকারী প্রথমিক বিদ্যালয়। সরকারী স্কুল-কলেজ।

এ মহলের বক্তব্য হচ্ছে অতীতে দেশের গ্রাম-গ্রামান্তরের স্কুল-কলেজ নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারলে এখন পারছে না কেন। অতীতেও বে-সরকারী স্কুল-কলেজের পাশাপাশি সরকারী স্কুল-কলেজ ছিল এবং এখনও আছে। তখন ঢালাওভাবে সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে আর্থিক সাহায্য দিতে হবেকেন।

কথাগুলি নতুন নয়। এ প্রশ্ন মুখ্যত তুলেছে বিদেশী সাহায্যদাতারা। তাদের এ ধরনের প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতেই ১৯৮৮ সাল থেকে স্কুল-কলেজ জাতীয়করণ করার চিন্তা ভাবনা বন্ধ হয়েছে। বন্ধ হয়েছে নতুন করে প্রাথমিক বিদ্যালয় সরকারীকরণ। বে-সরকারী উদ্যোগে স্কুল-কলেজ স্থাপন করতে গেলে মুচলেকা দিতে হচ্ছে সরকারী সাহায্য বা অনুদান কোনদিন চাওয়া হবে না বলে। এমনকি এ ধরনের মুচলেকা চাড়া নতুন স্কুল-কলেজ স্বীকৃতি পাচ্ছে না ১৯৮৭ সালের পর থেকে। অর্থাৎ বে-সরকারী করণের ছাপ শিক্ষঙ্গনেও পড়ছে।

এ নিয়ে নতুন করে কথা উঠেছে সম্প্রতি। একটি মহল সুপারিশ করেছে বে-সরকারী স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসার বেতনবাবদ শতকরা ৭৫ ভাগ আর্থিক সাহায্য কমিয়ে ৬০ ভাগ করা হোক। এ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিকে নিজের পায়ে দাঁড়াবার সুযোগ দেয়া হোক এবং পরিস্থিতি অনুকূল হলে এক সময় এ ধরনের সাহায্য বন্ধ করা হোক।

এ প্রস্তাবনা নিয়ে তেমন কোন আলোচনা হয়েছে বলে জানি না। তবে এ ধরনের একটি সুপারিশ বিবেচনাধীন আছে বলে খবর আছে। খবর আছে বলে বলতে ইচ্ছে হচ্ছে এ ব্যাপারে অনেক ভেবে চিন্তে পদক্ষেপ নিতে হবে। হুট করে কোন সিদ্ধান্ত নেয়া ঠিক হবে না। এমনিতেই দেশে সমস্যার অন্ত নেই। শিক্ষাঙ্গনে হৈ হাঙ্গামা লেগেই আছে। সে পরিপ্রেক্ষিতে নতুন কোন পদক্ষেপ নিতে গেলে হাজারবার আগা-পাছ বিবেচনা করতে হবে। আর আমি যতদূর জানি গ্রাম-গ্রামান্তরের স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসার অর্থনৈতিক পরিস্থিতি একান্তই নাজুক। সরকারী সাহায্যই তাদের একমাত্র বেতন। এ সাহায্য বন্ধ হলে তার প্রতিক্রিয়া কি হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। আর এ ধরনের বেতনভাতা নিয়ে অথীতের এত অমীমাংসিত ঘটনা আছে যে নতুন ঝামেলা সৃষ্টি আদৌ কাম্য নয়।

এ ঝামেলা নিয়েই এবার ভিন্ন কথা বলি। বে-সরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নয়। এক ধরনের জাতীয়করণকৃত কলেজ নিয়ে এক ঝামেলা চলছে গত ৫ বছর

নির্মল সেন

ধরে। এনিয়ে দৈনিক বাংলায়ই চিঠি প্রকাশিত হয়েছে ১৯৯০ সাল থেকে ১৯৯১ সালে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ৬ বার।

চিঠির বিষয়বস্তু হচ্ছে ১৯টি সরকারী কলেজের শিক্ষক ও কর্মচারীদের বেতন বৈষম্য। এই উনিশটি কলেজের শিক্ষক-কর্মচারীর সংখ্যা ৭৩৫।

ঘটনাটি অভিনব। ঘটনাটি হচ্ছে ১৯৮৫ ও ১৯৮৬ সালে দেশের ১৯টি কলেজ জাতীয়করণ করা হয়। তখন এসকল কলেজে ১৯৭৭ সালের জুলাই মাস থেকে প্রবর্তিত বেতন স্কেল চালু ছিল। জাতীয়করণের সময় এক নির্দেশে বলা হয় যে এ সকল কলেজের শিক্ষক-কর্মচারীরা পূর্বের হারেই বেতনভাতা পাবে। ১৯৮৬ সালের পর আবার কিছু কলেজ জাতীয়করণ করা হয়। এদের ক্ষেত্রে নির্দেশ দেয়া হয় যে এসকল কলেজের শিক্ষক-কর্মচারী ১৯৮৫ সালের জুন মাসে চালু নতুন স্কেল অনুযায়ী বেতন পাবে। এ নির্দেশটি পূর্বে জাতীয়করণকৃত ১৯টি কলেজ সম্পর্কে প্রযোজ্য হল না। বা যে কোন কারণেই হোক কার্যকর হল না। ফলে দেখা গেল এক চাকরিতে একই পদে থেকে দু' কলেজের দু'জন শিক্ষক দু'ধরনের বেতন পাচ্ছে। যে কলেজ আগে জাতীয়করণ করা হয়েছে সে কলেজের শিক্ষক-কর্মচারীরা কম বেতন পাচ্ছে পরবর্তীকালে জাতীয়করণকৃত কলেজের শিক্ষক-কর্মচারী থেকে। অথচ প্রচলিত নিয়মে উল্টোটিই ঘটার কথা ছিল। অবস্থা এমন দাঁড়াল যে পূর্বে জাতীয়করণকৃত কলেজের একজন শিক্ষক ১৪ বছর চাকরি করে পাচ্ছে ২৮০০ টাকা বেতন। আর ১৯৮৭ সালে জাতীয়করণকৃত কলেজের ৭ বছর চাকরি করে একজন শিক্ষকের বেতন শুরুই হচ্ছে ২৮০০-৪২০০ টাকা স্কেলে। এরপর অপরাপর ক্ষেত্রে বৈষম্য কি ধরনের হতে পারে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

কিন্তু এমনটি হল কেন। এ নিয়ে কি কোন মহলই উচ্চবাচ্য করেনি। প্রশ্নোত্তরে জবাব বাইরের মানুষের পক্ষে দেয়া মুশকিল। জানা গেছে, এ ধরনের বৈষম্য দূর করার জন্য একজন সচিব নাকি উদ্যোগ নিয়েছিলেন। কিন্তু এ বৈষম্য দূর করতে গেলে বছরে নাকি ৯১ লাখ টাকা অতিরিক্ত প্রয়োজন হয়। তাই তার উদ্যোগ তেমন এগোয়নি।

সম্প্রতি এ নিয়ে প্রশ্নোত্তর হয়েছে জাতীয় সংসদে। গত ৩০শে জুন সংসদে এক প্রশ্নোত্র শিক্ষামন্ত্রী জানিয়েছেন, সত্যি সত্যি ১৯টি কলেজে বেতন বৈষম্য আছে। এই ১৯টি করেজের ৭৩৫ জন শিক্ষক-কর্মচারী ১৯৭৭ সালের স্কেলে বেতন পাচ্ছে। আর পরবর্তীকালের জাতীয়করণকৃত কলেজের শিক্ষক-কর্মচারীরা বেতন পাচ্ছে ১৯৮৫ সালে চালু স্কেলে। এবং এ পার্থক্য দূরীকরণের বিষয় বিবেচনাধীনআছে।

শিক্ষামন্ত্রীর এই প্রতিশ্রুতির পর কেটেছে প্রায় তিন মাস। এই তিনমাসে এ ব্যাপারে কোন ফাইল এক টেবিল থেকে অন্য টেবিলে গিয়েছে বলে জানা যায়নি। তাহলেও বিশ্বাস করব শিক্ষামন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি নিশ্চয় বাস্ত-বায়িত হবে। হয়ত কিছুটা বিলম্ব হবে। তবু বলব আদৌ না হওয়ার চেয়ে বিলম্বে হলেও উত্তম। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের চোখ এড়িয়ে এমন একটি ঘটনা কিভাবে ঘটল সে প্রশ্ন এখন আর করব না। কারণ, ইতিমধ্যে অনেক জল গড়িয়েছে। শুধু আশা করব এবার ৭৩৫ জন শিক্ষক ও কর্মচারীর বেতন সমস্যার একটা সুরাহা হবে।